(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

ARJMD

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL

VOLUME - 55 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

NOVEMBER 2020

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION
Specialized in academic publishings only
www.journalresearchijf.com

উনিশ ও বিশ শতকে ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারের রূপরেখা

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

ISSN : 2456-1045 (Online)
ICV Impact Value: 72.30
GIF- Impact Factor: 5.188
IPI Impact Factor: 3.54
Publishing Copyright @ International Journal Foundation
Article Code: HIS-V55-I1-C1-NOV-2020
Category : HISTORY
Volume : 55.0 (NOVEMBER-2020 EDITION)
Issue: 1(One)
Chapter : 1 (One)
Page : 01-06
Journal URL: www.journalresearchijf.com
Paper Received: 12.11.2020
Paper Accepted: 15.01.2020
Date of Publication: 10-02-2021
Doi No.:10.5281/zenodo.4682717

NAME OF THE AUTHOR

Chaina Debnath*

Department of History
Berhampore Girls College
Nadia, West Bengal

ABSTRACT

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় একটি জটিল স্পর্শকাতর' বিষয় হলো সাম্প্রদায়িকতাবাদ। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মূলত উপনিবেশিক শাসনের সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। প্রাচীন ভারতে যেসব জনগোষ্ঠীকে আক্রমণকারীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল, ভারতের ইতিহাসে তারা বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম এবং এদেশে আবির্ভাবের পর থেকেই তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। শুরু থেকেই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান– এই দুটি সম্প্রদায় দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবাস করেছে। অতীতের এই ধারণার ভিত্তিতে প্রাচীন যুগকে হিন্দু এবং মধ্যযুগকে মুসলমান যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অধ্যাপক C.A. Bayly সাম্প্রদায়িক সমস্যার (উনবিংশ শতকে) গতি প্রকৃতি আলোনা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, " There is little basis for the assumption made by many writers that Hindu - Muslim conflict did not occur until the creation of local representative bodies and the emergency of 'Modern ' politics in the post - Mutiny era". খুব সহজ কথায়, সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল এমন এক বিশ্বাস, যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হলো সেই বিশ্বাস, অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্র ভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত। (১)

CITATION OF THE ARTICLE

Debnath C. (2020) উনিশ ও বিশ শতকে ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারের রূপরেখা; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries;* 55(1) pp. 01-06

* *Corresponding Author*

উনিশ শতকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ-এর সূচনা

১৮৭০এর দশকে ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বলতে কিছুই ছিল না। কারণ ১৮৫৭ -র বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমানরা একে অপরের সহকারি রূপে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছে এবং নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও তাদের মধ্যে কখনো স্বার্থের সংঘাত চোখে পড়েনি। কিন্তু এই চিত্রের রূপ বদলে যায়১৮৮০ দশকে।মাঝে কিছুদিনের জন্য এই দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তিতে নতুন গতি সঞ্চার করলেও পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণে তৈরি করে। সাম্প্রদায়িক বলে যে সমস্ত নেতারা বদনাম করিয়েছে তারা যে প্রত্যেকে ভারত বিভাজন চেয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নকল্পে, জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন হিন্দুদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে। সৈয়দ আহমদ ১৮৮৪ সালে বলেছিলেন, " Remember that Hindus and Muslims are religious terms. Other wise Hindus Muslims and Christians who live in this country are by virtue of this fact one quem (nation or community).২) কিন্তু এই চিত্রের রূপ বদলে যায় ১৮৮০ দশকেই। কারণ সৈয়দ আহমেদ খান জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিলেন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা

এই একই সময়ে জন্ম নিয়েছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ। ১৮৭০ এর দশক থেকেই হিন্দু জমিদাররা, মহাজন', মধ্যবিত্ত শিক্ষকদের একাংশ মুসলমান বিরোধী মনোভাব কে জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই শ্রেণী ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে উপনিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মেনে নিয়ে মুসলমান শাসকদের 'অত্যাচারী "মুসলমান 'নিপীড়নে'র হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করতে ব্রিটিশরা 'মুক্তিদাতা' ভূমিকা পালন করেছেন বলে প্রচার চালায়।

১৮৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে সারাদেশ জুড়ে চালানো হয় গোহত্যা বিরোধী প্রচার,এবং এই প্রচার চালানো হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বিরোধিতা করতে হতো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। কারণ সবচেয়ে বেশি গো হত্যা করা হতো সেনা শিবির গুলিতে, কাজে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক রূপনেয় । গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায় ১৮৯৬ সালে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ রূপ নিয়ে ফিরে আসে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আইন সভায় দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে। বিংশ শতকের গোড়ার ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থার উদ্ভব এবং আর্য সমাজের সঙ্গে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং তিলক শিবাজী উৎসব গণপতি উৎসব সংঘটিত করে জাতীয়তাবাদকে হিন্দুত্বের আবরণে আবদ্ধ রাখেন। ১৯০৬ এ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য, মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। ১৯০৯ মলে- মিন্টো সংস্কার মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব কে উস্কে দিয়েছিল। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের কার্যকলাপ বহু গোঁড়া হিন্দকে অসন্তুষ্ট করেছিল। কারণ কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক দল ছিল না। কাজেই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, ইংরেজদের মুসলিম তোষণ নীতি এবং কংগ্রেসি নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে এই শ্রেণীর হিন্দুর অনাস্থা- এই তিনটি কারণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারে হিন্দু মহাসভার ভূমিকা

পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯সালে। এর প্রধান সদস্য ছিলেন ইউ, এন মুখার্জি ও রায়বাহাদুর লালচাঁদ। লালচাঁদ কংগ্রেসকে হিন্দুদের স্বআরোপিত দুর্ভাগ্য এবং নিছক হিন্দু স্বার্থের জন্য দূর্বলতর উৎস বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরো মনে করেন মুসলমানদের তোষণ করার জন্য হিন্দু স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে কংগ্রেস।লালচাঁদ র তার ভাষণে বলেছিলেন 'আমি প্রথম হিন্দু, তারপর ভারতীয় একথা একজন হিন্দুকে শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না একে তার দেহ-মনের, তার জীবনের, তার আচরণ এর অপরিহার্য অংশ করেও তুলতে হবে '(৩)

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর এ -পাঞ্জাবের প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

গিয়ে লালা লাজপত রায় বলেছিলেন -"হিন্দুরা নিজেরাই একটি' জাতি 'কারণ তাদের নিজস্ব বিশেষ ধরনের একটি সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। "(৪)হিন্দু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির উদ্ভবের পেছনে অন্যতম কারণ নিরাপত্তাহীনতা বোধ। ব্রিটিশ শাসন ভারতের স্থায়িত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করে যার ফলে প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এইরূপ সংকট থেকে নিজেদের ফিরে পেতে আত্মঅন্বেষণে নিজনিজ গোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মের মহান ঐতিহ্যের তাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। (৫)

প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি, হিন্দু জনতাকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই এর একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিল।১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রবর্তন, মহারাষ্ট্র শিবাজী,গণপতি উৎসব প্রচলন এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভি. ডি সাভারকারের নেতৃত্বে অভিনব ভারত সোসাইটি গঠন একত্রিত করার জন্যপুনরুত্থান বাদীদের এরকম সকল প্রচেষ্টাই এমন ছিল সেখানে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মমতের(বিশেষত মুসলমানদের) অংশগ্রহণ সম্ভব ছিলনা। সে যুগের অন্যতম প্রাচীন পুনরুত্থানবাদী সংগঠনটি ছিল আর্য সমাজ। প্রথমদিকে হিন্দুমহা সভার উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম সংকটের কারণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির তৎপরতা। কিন্তু এটি আধুনিক রাজনীতিতে কোন নতুন সংযোজন নয়। ভারত বর্ষ স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল ছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারাটিকে এরা বরাবর আঘাত করেছে -ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার স্বাধীনতা পর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আসামের মুসলিম লীগের কথা স্মরণে আসে। আমরা ভুলে যাই যে পাশাপাশি আরও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শক্তি তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ছিল এবং এদের আপোষহীন মনোভাব তৎকালীন রাজনীতিকে যথেষ্ট জটিল করে তুলেছিল। হিন্দু মহাসভা এমনই একটি রাজনৈতিক সংগঠন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক লক্ষ্যে মূলত কোন পার্থক্য ছিল না।উভয় চাইতো ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে কিন্তু কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভা উদ্ভবের প্রয়োজন কেন দেখা দিল -তা চিন্তা করার বিষয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিন্দু মহাসভার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। যুদ্ধ জনিত জরুরি অবস্থায় চাকরির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আগের মত নিজ নিজ অঞ্চলে কোন মতে দিন যাপন না করে ভারতবাসী ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আসে।ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে ভারতবাসী আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এই সচেতনতা এখন নতুনভাবে জেগে ওঠে।পাঞ্জাবের হিন্দু মহাসভার আদলে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হিন্দুমহা সাভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৫ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় মদনমোহন মালব্য এর নেতৃত্বে। এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে Hindus might be reduce even to a minority for they made no coverts to increase their numbers , on the countrary they were faced with the problem of how best to worest their diminution. এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। এই সংগঠন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক সংঘটিত লখনৌ চুক্তির বিরোধিতা যেমন করে তেমনই প্রশাসনিক পদে ও আইনসভার সদস্য পদে আরো বেশি সংখ্যক হিন্দু নিয়োগের প্রচেষ্টা চালায়। যদিও ১৯১৫-১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার অস্তিত্ব কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত সাম্প্রদায়িক সংস্থা হিসেবে মুসলিম লীগের পাশে হিন্দু মহাসভা ছিল অনেকাংশেই ম্লান। কারণ ছিল খুবই স্পষ্ট। হিন্দু সভা বড় জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী এবং পূর্বতন শাসকশ্রেণীর মুখপাত্রদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের থেকে দূরে থাকে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যতোটা করুনার হাত বাড়িয়ে ছিলেন হিন্দুদের প্রতি ততটা সদয় হয়নি। তার প্রয়োজন হয়তো ছিল না আবার উভয় সম্প্রদায়ের সমানুপাতের সন্তুষ্ট করা সম্ভব ছিল না।

যাইহোক হিন্দু পুনরুজ্জীবন বাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনা হয় ১৯২২-২৩ সালে।

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

আর্যসমাজিরা 'শুদ্ধি 'ও 'সংগঠন' প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সুমিত সরকার যথার্থই বলেছেন মুসলমানদের তবলিগও তনজিম ছিল আর্য সমাজদের শুদ্ধি ও সংগঠনের জবাব। ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্বে বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে শুদ্ধি ও সংগঠন কে সার্বিক হিন্দু কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।এইভাবে হিন্দু মহাসভার সাথে আর্য সমাজের যোগসুত্র স্থাপিত হয় দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করার জন্য হিন্দু মহাসভার শাখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ পাঞ্জাব দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এমনকি মাদ্রাজ বাংলায় যেখানে হিন্দু মহাসভার কোনো অস্তিত্বই ছিল না সেখানে হিন্দু সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হিন্দু মহাসভার অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে লালা রাজপথ রায় প্রকাশ্যে বলেন যে -'কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু সংগঠনগুলিকে দুর্বল তো করেছেই এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনকেও পিছিয়ে দিচ্ছে'(৬) তবে বিশ শতকে কংগ্রেসের অনেক হিন্দু নেতাই হিন্দু মহাসভা কে প্রেরণা জুগিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের এম আর জয়া কর, সি ওয়াই চিন্তামণি এবং আরো অনেকেই কংগ্রেসের সদস্য হয়েও হিন্দু মহাসভা সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার দায়িত্ব অর্পিত হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকর এর হস্তে।সাভারকর মুসলমান আধিপত্যের বিপদ সম্পর্কে হিন্দুদের বারবার সতর্ক করে আসছিলেন। ১৯৩৭-এ 'তিনি বলেছিলেন হিন্দুদের ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য অমুসলমান অংশের কপালে লাঞ্ছনা ও মুসলমান আধিপত্যের তিলক এঁকে দিতে চায় এবং হিন্দুদের চায় তাদের নিজ দেশে ক্রীতদাসে পরিণত করতে '।(৭)১৯৩৮ এ সভাপতির ভাষণে কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন 'কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিপদে হিন্দু স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মুসলমান লীগের কাছে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকে '.(৮)বিংশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মহাসভা গড়ে ওঠে। সংগঠনের মুসলিম বিরোধী এবং কংগ্রেস বিরোধী কার্যকলাপ মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে যেমন বাড়িয়ে তুলে ছিল তেমনই তত্ত্বের দিক থেকে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক প্রচার এর কাছে নতিস্বীকার বাধ্য হয় । কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা মতিলাল নেহেরু পুত্র জহরলাল কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন " সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতে কখনো এত খারাপ অবস্থা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের যে প্রতিক্রিয়া ১৯২২-২৩ এ শুরু হয়, ত ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট করে দিচ্ছে...। জনসাধারণ কেবল একটাই শিক্ষা পাচ্ছে -তা হল সাম্প্রদায়িক ঘৃণা "

সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারে আর. এস. এস এর ভূমিকা

১৯২৫ সালে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কে বি হেডগেওয়ার এর নেতৃত্বে আরএসএস অন্যতম প্রধান সাম্প্রদায়িক শক্তি রূপে। আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে সুমিত সরকার,তনিকা সরকার তপন বসু প্রমূখ ' Khaki Shorts and Saffron Flags ' - পুস্তিকায় বলেছেন আরএসএস আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস ও স্বরূপ। আরএসএস- ও কংগ্রেস কে তাদের প্রধান শত্রু হিসাবে দেখত।এই কট্টর সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রধান এম এস ওয়ালকার আরএসএস তত্ত্ব সূত্রপাত করেছিলেন তার ' We' নামক পুস্তিকায়। ১৯৩৯ -এ তিনি ঘোষণা করেন সংখ্যালঘুদের দাবি মেনে নেওয়া হলে 'হিন্দু জাতীয় জীবন ধ্বংস হওয়ার বিপদ দেখা দেবে('৯ হিন্দুদের রক্ষার পাশাপাশি গোয়ালকর আক্রমণ করেছিলেন মুসলমানদের ও কংগ্রেস নেতাদের। গেলি মনে করেন কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করার হাতিয়ার রূপে। জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণ করে তিনি বলেছিলেন আমাদের সবচেয়ে গুরুতর শত্রুদের(মুসলমানদের) বুকে জড়িয়ে ধরে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করছেন। তিনি ভারতে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানের ও হিন্দুদের হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে ও এই ধর্মের মাহাত্ম কে হৃদয়ে লালন করতে হবে,হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির মহিমা কীর্তন করা ছাড়া আর কোন ভাবনা কে প্রশ্রয় দেওয়া যাবেনা, তার এই ভাষণে পরিষ্কার হয়ে যায় ভারতবর্ষের বিদেশি বলে কেউ থাকবে না যারা থাকবে তারা শুধুমাত্র হিন্দু জাতির হুকুমের দাস হয়ে থাকতে হবে, কোনো দাবি করতে পারবে না,কোনো সুযোগ-সুবিধা চাইতে পারবে না , বিশেষ অধিকার তো প্রশ্নই ওঠে না, এইভাবে তিনি মুসলমান

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

সম্প্রদায় কে দূরে সরিয়ে দেয়। তার প্রতিটি বক্তব্যে মুসলমানদের প্রতি তার বিদ্বেষ ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তাদের এই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় 'হিন্দুধর্ম বিপন্ন', 'হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস বিপন্ন' ও 'হিন্দু সংস্কৃতি বিপন্ন' বলে শোরগোল করতে দেখা যায়(১০)।প্রায় তিন দশক আগে আরএসএস এর মুখপাত্র Organiser লিখেছিলো সমস্ত মুসলমান রামকে তাদের বিনায়ক বলে মেনে নিন, সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটে যাবে।

উনিশ শতকে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসরঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্ম ও সমাজ জীবনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ও পুনরুজ্জীবন প্রভাব বাংলাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করলে বাঙালি সম্প্রদায় সানন্দে গ্রহণ করেন। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রিটিশ অনুগ্রহ পুষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্তের গোড়াপত্তন হয়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার সাথে সাথে নিজস্ব ধর্ম, সাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বাংলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মে পুনরুজ্জীবন বাদের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তা থেকেই Hindu Revivalist আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন একটি স্বতন্ত্র পথে মুসলমানদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় রত তখন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য হয়ে ওঠে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লেখেন মুসলমানরা যখন ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, তখন হিন্দুদেরও মহা হিন্দু সমিতি গঠন করা উচিত। তিনি আরো বলেন" মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত জমি কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু সমাজই আমাদের কাজের ক্ষেত্র হইবে "।(১১)বসু গ্রামগঞ্জেও মহা হিন্দু সমিতির শাখা-প্রশাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এর দ্বারা সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্বেও হিন্দুদের মধ্যে একাত্ম বোধ গড়ে উঠবে। এই সময়ে আরও অনেক কয়েকজন হিন্দু নেতা হিন্দু ধর্মে পুনরুজ্জীবনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। যেমন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। উনবিংশ শতকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু এবং অন্যান্য ভাষায় বহু সাহিত্য, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যার বক্তব্য ছিল অংশত সাম্প্রদায়িক। এই সময় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' রাজ সিংহ' উপন্যাস রচনা করে চিরদিনের জন্য তিনি মুসলমানদের বিষ নজরে পড়েন। হিন্দুর বীরত্বগাথা গাইতে গিয়ে এবং স্বাধীনতাবোধ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে মুসলমান শাসকদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সাম্প্রদায়িক মনোভাব ইন্ধন যোগায়। যে কোন সম্প্রদায় তার আদর্শ ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে। কিন্তু সেই গর্ববোধ যখন অন্য সম্প্রদায়কে আঘাত করে, তখন তার পরিণতি ভালো হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন - "একটা দিন ছিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ করিয়া থাকতো তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্বে অগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হইতে চায়। হিন্দু সহিত মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না। " (১২)

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দেমাতরম গানটি ব্যবহার নিয়েও মুসলমান ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। গানটি প্রতিমা উপাসনা করা কিন্তু আনন্দমঠ কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন মুসলিমবিরোধী একটি কাহিনীর পেক্ষাপটে। এই সাম্প্রদায়িক অস্ত্রকে হাতিয়ার করেই ভারতের প্রধান দুই রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এর রাজনৈতিক দরকষাকষি ভারত বিভাজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। প্রথমে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও অনেক পরে হলেও স্বাধীন ভারতে এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। ভারতকে বিভাজন করে সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তান। গৌরব আর ঐতিহ্যর রেষারেষিতে কোন সম্প্রদায় বেশি লাভ হল আবার কার ক্ষতি হলো এই বিতর্কে না গিয়ে বলা ভালো এই সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ভারতবর্ষে ঐক্যের বন্ধন কে শিথিল থেকে শিথিলতার করে তুলেছিল। বিপান চন্দ্র ঠিকই বলেছেন - "ভারতীয়

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

জাতি বলে কিছু ছিল না, থাকতে পারেনা, ভারত চিরকাল নিছকই একটি 'ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমূহের সংঘ 'ছিল, আছে এবং থাকবে। " (১৩)

তথ্যসূত্র

[1] বিপান চন্দ্র -আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ,কেপি বাগচী,১৯৮৯ পৃষ্ঠা নম্বার- 1

[2] সমর কুমার মল্লিক -আধুনিক ভারতের রূপান্তর, রাজ থেকে স্বরাজ, ১৮৫৭-১৯৪৭,ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স কলকাতা, ২০০৭,পৃষ্ঠা নং ৪১৪

[3] লালচাঁদ- সেলফ অ্যাবনেগেশন ইন পলিটিক্স, লাহোর,1938

[4] সিদ্ধার্থ গুহ রায় -আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস,১৮৫৮-১৯৬৪, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা নাম্বার ২০৬

[5] Walter k.Anderson and Sridhar D.Dumle-The Brotherhood in saffron : The Rastriya Swayamsebak s Sanga and Hindu Revivalist , page no.1

[6] B.B Misra -The Indian political parties : An historical analysis of political behaviour upto 1947, Oxford University Press, 1976 , p-164

[7] ভি. ডি সাভারর -হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, এ কলেকশন অফ দা প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচেস, বোম্বাই, ১৯৪, পৃষ্ঠা , ২১

[8] বিপান চন্দ্র- আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ,কে পি, বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৮৯,পৃষ্ঠা ১১৫

[9] M.S Gwalkar -We or power Nationhood design, Nagpur 1939, p-58

[10] বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, কেএম পানিক্কর, সুচেতা মহাজন-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৫৭-১৯৪৭),কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৪

[11] কাজী আবদুল ওদুদ -বাংলার জাগরণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা,১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা -১২৭

[12] রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০,পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩

[13] বিপান চন্দ্র -আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা বাদ, কেপি বাকচি,এন্ড কোম্পানি, -২পৃষ্ঠা

******

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES